যুগান্তর

তারিখ 03 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৮১ কলাম ২

শাবি শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ছে

নাঈমুল করীম নাঈম, *শাবি থেকে*

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও বাজেট ঘাটতির আশংকা দেখা দিয়েছে। আর এ ঘাটতি সামাল দিতে বেতন বাড়ানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীদের বেতন-ভাতা ছাড়া শাবিতে আয়ের অন্য কোন খাত না থাকায় এ খাতটির কথাই বিবেচনা করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের বেতন শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বাড়ানো হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে দীর্ঘ ৪ বছর পর শিক্ষকদের পারিতোষিক বিল প্রদানের পাশাপাশি আগের চেয়ে উচ্চহারে এ বিল প্রদান করায় বাজেট ঘাটতিতে পড়ছে শাবি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক কম বাজেট বরাদ্দ দেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পড়েছে বিপাকে। অর্থ ও হিসাব দফতরের সূত্র মতে, চলতি বাজেটে (২০০৮-০৯ অর্থবছর) শিক্ষকদের পারিতোষিক বিল বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা। এ অর্থ বরাদ্দের প্রথম তিন মাসেই পারিতোষিক বিল বাবদ খরচ হয়ে গেছে ৯০ লাখ টাকা। বাজেটের অর্থ প্রাপ্তির আগেই শিক্ষকদের চাপের মুখে অন্য খাত থেকে এ বিল প্রদান করায় শাবির আর্থিক শৃংখলা রক্ষায় হিমশিম খাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শুধু পারিতোষিক বিল খাতেই শাবি অন্তত দেড় কোটি টাকার বাজেট ঘাটতিতে পড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন। অন্য একটি সূত্র মতে, এ ঘাটতি পোষাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের বেতন আরও এক দফা বৃদ্ধির পায়তারা করছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বিভাগে ক্রেডিট ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত সিন্ডিকেট সভায় নতুন সেমিস্টারে (২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ) বেতন বৃদ্ধির নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে পঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে একাডেমিক কাউন্সিলের ৯৯তম সভায় শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদন করানো হয়। পরে ১৪০তম সিন্ডিকেট সভায় শিক্ষার্থীদের বেতন শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা হবে বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, শিক্ষকদের পারিতোষিক বিল ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সূত্র মতে, ১৯৯৮ সালের পর শাবিতে শিক্ষকদের পারিতোষিক বিলের ব্যাপারে কোন নীতিমালা হয়নি। ২০০৪ সালে শাবির শিক্ষকরা এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে চাপ দিলে দীর্ঘ ৪ বছর পর সম্প্রতি শিক্ষকদের পারিতোষিক বিল প্রদান করা হয়। এ ব্যাপারে কোন নীতিমালা না থাকায় শিক্ষকরা ইচ্ছেমতো পারিতোষিক বিল তৈরি করছেন বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। অর্থ ও হিসাব দফতরের সূত্র মতে, শিক্ষকদের আগের চেয়ে উচ্চ হারে (২০০%-২৫০%) পারিতোষিক বিল প্রদান করা হচ্ছে যা অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের বিল প্রতি ৪ ঘন্টা পরীক্ষার জন্য বেড়েছে ৬শ' টাকা। ৩ ঘন্টা পরীক্ষার জন্য বেড়েছে ৫শ' টাকা। প্রশ্নপত্র সমীক্ষণে বেড়েছে ২ হাজার ৩শ' টাকা। উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য বেড়েছে ৫০ টাকা। ব্যবহারিক পরীক্ষা মূল্যায়নের জন্য বেড়েছে ৪ হাজার ৫শ' টাকা। প্রতিটি উত্তরপত্র নিরীক্ষণের জন্য বিল বেড়েছে ৩ টাকা। প্রত্যেক কোর্সে টেবুলেশনের জন্য বিল বেড়েছে ৮ টাকা। মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিল বেড়েছে ১শ' টাকা। প্রশ্নপত্র টাইপিংয়ের জন্য বিল বেড়েছে ১শ' টাকা। পরীক্ষায় হল পরিদর্শনের জন্য বিল বেড়েছে ১৫০ টাকা। শিক্ষকদের উচ্চ হারে এ পারিতোষিক বিল প্রদান করতে বিশ্ববিদ্যালয়টি চলতি অর্থবছরে দেড় কোটি টাকায় বাজেট ঘাটতিতে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। যার প্রভাব পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সাড়ে ৯ হাজার শিক্ষার্থীর ওপর। শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানো হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বড় ধরনের আন্দোলন সামাল দিতে হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রার জামিল আহমদ চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, শিক্ষকদের উচ্চ হারে পারিতোষিক বিল প্রদান করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হিমশিম খাচ্ছে। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে

> শিক্ষকদের পারিতোষিক বিল ব্যয় নির্বাহের জন্যই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে
> বাজেট ঘাটতির আশংকা